বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১১
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
মোতাসিম বিল্লাহ্

২০১১ সালে অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ
তাসনিম সিদ্দিকী
মোতাসিম বিল্লাহ্
রামরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[১]

বিভিন্ন ধরনের বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলার পরও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশ স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর তালিকায়। এর ন্যূনতম মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি সচল থাকলেই আগামী দেড় দশকের মধ্যে বাংলাদেশ পরিণত হতে যাচ্ছে একটি মধ্যআয়ের দেশে। বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে কয়েকটি সেক্টর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অভিবাসী ও তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স তাদের মধ্যে অন্যতম। এবছর রেমিটেন্স জাতীয় আয়ের ১৩.৬৫ শতাংশের সমপরিমান, গার্মেন্টস-এর নেট আয়ের ৩.২২ গুন। বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রায় ৬.৪ গুন এবং ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট-এর তুলনায় ১২.৫ গুন বেশি। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বেগবান রাখতে এই অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ড় জরুরী। গত এক দশকে বিভিন্ন সরকার এক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই রিপোর্টে আমরা ২০১১ সালের অভিবাসন সেক্টরের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরছি।

১. বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন ধারা ২০১১

১.১পরিসংখ্যান

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৬ হতে এ পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে কাজের উদ্দেশ্য বিদেশে গেছেন ৭.৬ মিলিয়ন বাংলাদেশী। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রয়েছে বেশ বড় সংখ্যার দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসী। বিশ্বমন্দা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ২০০৯ ও ২০১০ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অভিবাসন যথাক্রমে ১৭.৮৬% এবং ২১% কমে গিয়েছিল। ২০১১ সাল অভিবাসন বৃদ্ধির দিক হতে বেশ ভাল বছর। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এবছরে অভিবাসন বেড়েছে ৪০.৮১%। তারপরেও ২০০৭ বা ২০০৮ সালের অভিবাসীর সংখ্যা হতে এটি বেশ কম। ২০০৩ সালে নারী অভিবাসন হতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পর নারী অভিবাসন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে নারী অভিবাসন ১৩.৭০% বেড়েছে। এ বছরে পুরুষ অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে বলে নারী অভিবাসীর শতাংশ মোট অভিবাসীর মধ্যে একটু কমেছে। ২০১০ সালে নারী অভিবাসীরপরিমান ছিল মোট অভিবাসীর ৭.০৪% এবছরে তা হয়েছে ৫.৫%।

১.২ দক্ষতা

২০১০ এর তুলনায় ২০১১-এ দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১০ সালে দক্ষ শ্রমিকের পরিমান ছিল ২৩.১৯ %, ২০১১ তে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৯.৮৯% ।২০১১-এ যারা বিদেশে গেছেন তাদের ০.২০% পেশাজীবি, ৫.০৮% আধাদক্ষ এবং ৫৪.৮৩% স্বল্পদক্ষ কর্মী।

১.৩ অভিবাসনের দেশ সমূহ

২০১০ সালের মত এ বছরেও সবচাইতে বেশী অভিবাসী গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। ২০১০ সালে গিয়েছিল ৫২.০৪% এবছরে তা একটু কমে হয়েছে ৪৯.৭৩%। ২৩.৭৫% গেছেন ওমানে এবং ৮.৬১% সিঙ্গাপুরে। ১৯৯৯ হতে ২০০৪ পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অভিবাসীর গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। ২০১০ সালে এটি ১.৮১% এ নেমে এসেছে আর ২০১১-এ মাত্র ২.৬৬% অভিবাসী সৌদি আরবে গেছেন। অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তীতে ২০১০-এ মালয়েশিয়া আবার অভিবাসী কর্মী নেয়া শুরু করে। বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী গ্রহনের বেশ কিছু বৈঠক হলেও এবছরে মাত্র ৭২৬ জন কর্মের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া গেছেন। সরকার গতবছরে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইরাকসহ বেশ কিছু দেশে প্রতিনিধিদল পাঠালেও পুরানো কোনো শ্রম বাজারে পুনঃপ্রবেশ সেভাবে ঘটেনি। বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ কে কেন্দ্রকরে কাতারে ৬৫ বিলিয়ন ডলারের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। পুরোনো ৩টি স্টেডিয়ামের পুনর্নির্মাণসহ নতুন ৯টি স্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে। ২৫ বিলিয়ন ডলারের রেল ও মেট্রো নেটওয়ার্কের এবং বর্তমানের দ্বিগুন হোটেল এবং এ্যাপার্টমেন্ট নির্মানের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে ঐ দেশের সাথে এখন পর্যন্ত কোন সমঝোতায় আসতে পারেনি।

[1] ড. তাসনিম সিদ্দিকী, চেয়ার, রামরু ও মোতাসিম বিল্লাহ, রিসাচ এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার, রামরু

১.৪ উৎস এলাকা

অভিবাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক নেটওয়ার্কের সূত্র ধরে এটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট ৬৪টি জেলা হলেও, মূলত ৬টি জেলা হতে এবছর অভিবাসন বেশী হয়। এগুলো হল কুমিলণ্ডা (১১.৭১%), চট্টগ্রাম (৯.১৪%), বৃহত্তর ঢাকা (৬.৫৫%), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫.৭৬%), চাঁদপুর (৫.০৭%) এবং টাঙ্গাইল (৪.৮৩%)। ২০০৭-০৮ সালে উত্তরবঙ্গ হতে অভিবাসন বৃদ্ধির কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তবে তার কোনো ছাপ অভিবাসনের ক্ষেত্রে পড়েনি। রামরুর গবেষনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা হতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন হচ্ছে। বিএমইটি উৎস এলাকার তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে বেছে নিতে পারছেন না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমান সাইক্লোন, আকস্মিক বন্যা, খরা ,মংগা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ ও হুমকি সম্মুখীন জেলাগুলো হতে যে পরিমান আন্তর্জাতিক অভিবাসন হচ্ছে তার পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো। সাতক্ষীরা (০.৩৯%); বরগুনা (০.৩৫%); বাগেরহাট (০.৩৫%); খুলনা (০.২৬%); ভোলা (০.৬৭%); পটুয়াখালী (০.২৬%); নওগা (০.৬০%); নাটোর (০.৫১%); কুড়িগ্রাম (০.১০%); নীলফামারী (০.০৫%); গাইবান্ধা (০.৩১%); রংপুর (০.১৬%); সিরাজগঞ্জ (০.৪৮%); রাজবাড়ী (০.৪০%); শরিয়তপুর (১.১৮%); এবং মাদারিপুর (১.২৬%)।

১.৫ প্রত্যাবর্তিত কর্মী

স্বল্পমেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক অভিবাসনের নিয়মই হচ্ছে, কিছু ব্যক্তি অভিবাসিত হবেন আবার কিছু ব্যক্তি অভিবাসন শেষ করে দেশে ফিরবেন। এবছরে কতজন অভিবাসী কাজ শেষ করে বা না করে দেশে ফেরত এসেছেন তার হিসাব আজও আমাদের সরকারের কাছে নেই। তবে ২০১১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৩৪,৮৩১ জন কর্মী পার্সপোর্টসহ অথবা আউটপাস নিয়ে ডিপোর্টেড হয়ে দেশে ফিরেন। এর প্রায় ২৪,৮৬২ জনই ফিরেছেন সৌদি আরব হতে। এর বাইরে রয়েছেন লিবিয়া হতে প্রত্যাগতরা।

এ বছরের অভিবাসন চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হচ্ছে গণঅভ্যূত্থানের মুখে লিবিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে ঐ দেশে কর্মরত প্রায় ৬০,০০০-৭০,০০০ বাংলাদেশী শরণার্থীতে পরিণত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশী মিডিয়ায় এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার খুব অল্প সময়ের ভেতরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ৩৬,৬৫৬ জন কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনে। সরকার বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা গ্রহনের মাধ্যমে প্রত্যাগতদের এককালীন গ্রান্টস্ হিসেবে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করে। খুব অল্প সময়েই আইওএম-এর ঢাকা অফিসের সহায়তায় সরকার স্বচ্ছতার সাথে গ্রান্টস প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ১০,০০০ লিবিয়া প্রত্যাগতদের উপর করা রামরুর গবেষণা হতে দেখা যায় যে, তাদের ৯২% গড়ে ১,৬৫,০০০ টাকার মতো ঋণে জর্জরিত। এদের মধ্যে দেশে ফিরে কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন মাত্র ১৩%। তাই অধিকাংশের প্রয়োজন দ্রুত কর্মসংস্থান। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানযেমন রিহ্যাব, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করার জন্য অঙ্গীকার করলেও সে ধরনের কোন পদক্ষেপ পরবর্তীতে দেখা যায়নি। রামরুর প্রায় ১০,০০০ লিবিয়া রিটার্নির জেন্ডার, স্কিল ও কর্ম অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি ডাটাবেজ তৈরী করে তা এর ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করেছে। বাংলাদেশে এটিই প্রথম দক্ষতাসহ জব সিকারস পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ। সম্প্রতি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর লিবিয়ায় অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। কোম্পানীর চাহিদা অনুযায়ী অল্প কিছু প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী ইতিমধ্যে লিবিয়ায় ফিরে গেছেন। সরকারকে দ্রুত কর্মীদের ফেরত নেয়া, বেতন ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে কাজে নামতে হবে।

১.৬ রেমিটেন্স

২০১০-এর দ্বিতীয়ার্ধে রেমিটেন্স নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি শুরুহয়। ২০০৯ জানু য়ারী হতে ২০১০ নভেম্বর পর্যন্ত তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের নভেম্বরে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১.৪%। জানুয়ারী হতে নভেম্বর পর্যন্ত ২০১০ এবং ২০১১ সালের তথ্যের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, এবছরে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.২৫% হারে। এবছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশ সৌদি আরব, ২য় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩য় ইউএসএ, ৪র্থ কুয়েত, ৫ম ইউকে এবং ৬ষ্ঠ মালয়েশিয়া। ব্যাংকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সরকারী বাণিজ্যিক বাংকের তুলনায় বেসরকারী ব্যাংকগুলো রেমিটেন্স আহরণে বেশী সাফল্য লাভ করেছে। রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে ১ম ইসলামী ব্যাংক (২৬.১৩%), ২য় সোনালী ব্যাংক (১০.২৬%), ৩য় অগ্রণী ব্যাংক (৯.৮২%), ৪র্থ জনতা ব্যাংক (৭.৯৮%), ৫ম ন্যাশনাল ব্যাংক (৬.১০%), ৬ষ্ঠ ব্রাক ব্যাংক (৪.৬৭%), ৭ম উত্তরা ব্যাংক (৪.২৭%), ৮ম সাউথইস্ট ব্যাংক (৪.১৩%), ৯ম পূবালী ব্যাংক (২.৮১%) এবং ১০ম প্রাইম ব্যাংকের (২.৬৪%) অবস্থান। ২০১১ সালে ব্যাংক ও মোবাইলের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ বড়সড়ভাবে চালু হয়েছে। ২০১১ এপ্রিল হতে বর্তমান পর্যন্ড় রবি, ব্র্যাক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের সাথে ১৬০টি আউটলেটের মাধ্যমে ২০ মিলিয়ন রেমিটেন্স প্রাপকের হাতে পৌছে দেয়।

১.৭ অভিযোগ

বিএমইটি অভিবাসীর কাছ থেকে প্রতারণার ক্ষেত্রে অভিযোগ দুইভাবে গ্রহন করে : একটি অনলাইনে (www.ovijogbmet.org)[2] অপরটি ম্যানুয়ালি সরেজমিনে বিএমইটি তে। ২০১১ সালে অনলাইনে অভিযোগ এসেছে ১১৯টি, ম্যানুয়ালি এসেছে ৩৪৬টি। দুটো মিলিয়ে মোট অভিযোগের সংখ্যা ৪৬৫টি। ২০১০ সালে ৪০১টি অমিমাংসিত অভিযোগ রয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ২০১১ সালে মিমাংসার জন্য অপেক্ষায় অভিযোগের সংখ্যা দাড়ালো ৮৬৬ টি। এবছর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় ৫৫১টি অভিযোগের ক্ষেত্রে, এর মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ২৬২টি কেস, প্রমানের অভাবে বাতিল হয় ১০৪টি অভিযোগ। বাকি ১৮৫টি কেসে অভিযোগের ভিত্তি যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমানে কেসগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর বাইরে অনেকগুলো কেসের উপর এখনও কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি।

৭০টি অভিযোগের বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ অভিযোগকারীরা ২,০০,০০০ হতে ২,৫০,০০০ টাকা দাবি করেছিলেন। মাত্র ৭ জন ১,৬০,০০০ হতে ২,৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ফেরত পেয়েছেন; ১০ জন ১,১০,০০০ হতে ১,৫০,০০০ পর্যন্ত ফেরত পেয়েছেন; ৫ জন ১,০০,০০০ ফেরত টাকা পেয়েছেন। বাকিরা ২৫,০০০-৫০,০০০ টাকার মতো ফেরত পেয়েছেন। পুরো অভিযোগের সংখ্যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এখনো অধিকাংশ মানুষ হয়রানির শিকার হলেও অভিযোগ করছে না। অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যের অভাব, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি এবং সালিশী প্রক্রিয়ায় অভিবাসীর প্রতিনিধি নিয়োগ করতে না দেয়া, পর্যাপ্ত সময় নিয়ে নোটিশ না পাওয়া এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অভিবাসীরা।

১.৮ বাংলাদেশী কর্মীদের শিরচ্ছেদ

সৌদি আরবে ৮ বাংলাদেশীর শিরচ্ছেদ ২০১১ সালকে অভিবাসী ও অভিবাসন সেক্টরে নিয়োজিত স্টেক হোল্ডারদের জন্য একটি বেদনাদায়ক বছরে পরিণত করেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, অভিবাসী শ্রমিকেরা শ্রমিক গ্রহণকারী দেশে খুব একটা সুরক্ষায় নেই। অভিবাসনের দেশের আইনী ব্যবস্থায় কার্যকরী আইনী সহায়তার অভাবে আমাদের অভিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও একপাক্ষিক বিচারের সম্মুখীন হন। এই ঘটনার মাধ্যমে বিদেশে নিয়োজিত বাংলাদেশী মিশনগুলোর অভিবাসীদের রক্ষার্থে অদক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়হীনতা ফুটে উঠে। সরকারের কাছে আমাদেরদাবী এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে জোরদার করা যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও মিশনগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন। একইসাথে অভিবাসীদের অধিকার ও তাদের সুরক্ষার বিষয়টি বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামে তুলে ধরে একটি বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে হবে।

---

[2] রামরু’র কারিগরি সহযোগিতায় বিএমইটি সেপ্টেম্বর ২০০৯এ অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
২.১ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইনের খসড়া

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বর্হিগমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর দ্বারা। এই আইনটিকে যুগোপযোগী করার জন্য সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছিল। ২০০৯ সালে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে রামরু এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পৃক্ত ছিল। কমিটি এই অধ্যাদেশের চারটি ধারা পরিবর্তনের সুপারিশ করে। রামরু, বাংলাদেশ ল' কমিশনের আহ্বানে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আরো একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি অভিবাসীর অধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে "অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান" নামে সম্পূর্ন নতুন একটি আইনের খসড়া তৈরী করে এবং তা জুন ২০১১ তে প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয়ের কাছে হস্তান্তর করে। মন্ত্রনালয় বর্তমানে আইনের খসড়াটি পর্যালোচনা করছে। ১৯৮২-র অধ্যাদেশটি তৈরী হবার ৩০ বছর পর পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ধরে নেয়া যায় আগামী ৩০ বছর এই আইনটি অভিবাসনকে পরিচালনা করবে। আমরা আশা করছি, মন্ত্রনালয় খসড়াটি খুব দ্রুত আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করবে।

এই আইনটির রয়েছে ৩২টি ধারা। ১৯৯০-এর ইউএন অভিবাসন কনভেনশনকে আমলে নিয়ে খসড়াটি তৈরী হয়েছে। এর সবচাইতে বড় দিক হল, পুরোনো অধ্যাদেশ-এ মাত্র চারটি বিভাগীয় বিশেষ আদালতে মামলা করার যে নিয়ম ছিল তা এটি পরিবর্তন করে। যদি সরকার নিদিষ্ট সময়ের মাঝে অভিবাসীর পক্ষে মামলা করতে ব্যর্থ হয় তবে অভিবাসী শ্রমিককে যে কোন কোর্টে, সিভিল বা ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করার অধিকার এই আইন প্রদান করে। রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক সাব-এজেন্টদের আইডি প্রদানের বিধান এই আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ন সংযোজন। রিক্রুটিং এজেন্সীদের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে লাইসেন্স নবায়নের বিধানও আইনটিতে রয়েছে। অভিবাসন ও বৈদেশিক আইনটি খসড়া হবার পর বেশকিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আইনটি দ্রুত বিল আকারে সংসদে উপস্থাপনের জন্য আমরা জোরালো দাবি জানাচ্ছি।

২.২ জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯০ অনুস্বাক্ষর

১৯৯৭ হতে রামরু ও ওয়্যারবে, ১৯৯০ এর সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি অনুসমর্থনের জন্য সাকসেসিভ সরকারগুলোর কাছে দাবী করে আসছে। ২০১০ ডিসেম্বরে ইউএন র‍্যাটিফিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব, এল. জামরি রামরু'র উদ্যোগে বাংলাদেশে আসেন এবং আইন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করেন। এ বছরের ১২ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ বিনাশর্তে কনভেনশনটি অনুসমর্থনের পক্ষে মত দেয়। ২৪ আগস্ট ইউএন এটি গ্রহন করে। এটি সিভিল সমাজের একটি বিরাট অর্জন। সরকারের দায়িত্ব এখন এই কনভেনশনের আলোকে দেশীয় আইনে পরিবর্তন আনা।

৩. অভিবাসীদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.১ রিক্রুটিং এজেন্সি

২০১১ সালে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৮৬১টিতে নেমে আসে। এ বছরে নতুন লাইসেন্স পেয়েছে ১৮টি এবং বিভিন্ন কারনে লাইসেন্স বাতিল বা অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ২৩ টির ক্ষেত্রে। কিছু রিক্রুটিং এজেন্সীকে অধিক অভিবাসন ব্যয়সহ নানা অব্যবস্থার কারণ বলে সরকার মনে করছে। আমরাও চাই রিক্রুটমেন্ট সেক্টরে সুশাসন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে উদ্যোক্তা ছাড়া শিল্প বাঁচে না। আবার রিক্রুটিং এজেন্সিসমুহদেরও নিজস্ব কোড অব কনডাক্টের ভিত্তিতে মেম্বারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করলে তাদের প্রতি দেশের আস্থা বাড়বে।

৩.২ প্রবাসী ব্যাংকের কার্যক্রম

রেমিটেন্স স্থানান্তর, অভিবাসন ব্যয় নির্বাহ এবং রেমিটেন্সের উৎপাদনমুখী ব্যবহারে পুঁজির যোগান দেবার জন্য এপ্রিল ২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের মোট পুঁজি ১০০ মিলিয়ন টাকা। এর ৯৫ ভাগ এসেছে অভিবাসীদের সাব্‌সক্রিপশন অর্থ্যাৎ ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার ফান্ড হতে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এই ব্যাংক ৯% সুদে ২১ কোটি টাকা অভিবাসন লোন প্রদানের জন্য বরাদ্দ করেছে। গত ৮ মাসে এই ব্যাংক ১ কোটি টাকার মত লোন ১৭৫ জন অভিবাসীকে প্রদান করেছে। ইনভেষ্টমেন্ট লোন প্রদানের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১০ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত ১০ জনকে ব্যাংকটি ১৮ লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট লোন হিসেবে প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে কর্মাশিয়াল সেক্টরের জন্য সুদের হার

১২%, নন-কর্মাশিয়াল সেক্টরের জন্য সুদের হার ১০%। এই ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্ভাব্য অভিবাসী ও তাদের পরিবারবর্গকে জানানোর আশু উদ্যোগ প্রয়োজন।

৩.৩ মাঠ পর্যায়ে সরকার: জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস

অভিবাসীকে মাঠ পর্যায়ে সেবাদানের জন্য বর্তমানে বিএমইটি'র অধীনে মোট ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও) রয়েছে। ২০১০ সালের এক সার্কুলার অনুযায়ী ডিইএমও-এর মূল কাজ হল-

ক. সম্ভাব্য ও ফিরে আসা অভিবাসীদের নাম নিবন্ধন;
খ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রচার;
গ. ব্যাংকিং সেবা গ্রহনে সহায়তা;
ঘ. মৃতের সৎকার ও ক্ষতিপূরণ;
ঙ. অভিযোগ তদন্ত;
চ. প্রচারণা ও সমন্বয় এবং
ছ. বিশেষ আদালতে মামলা দায়ের।

কিন্তু এই কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ডিইএমও-এর কোন বাজেট নেই। বিএমইটি থেকে ডিইএমও-এর জন্য কোন কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের কোন মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। রামরু'র সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ডিইএমও-এর কাজ শুধুমাত্র শ্রমিকের মৃতদেহ আনয়ন, এককালীন সাহায্য প্রদান ও ওয়ারিশদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ। ডিইএমও-কে শক্তিশালী করার পরিবর্তে সরকার জেলা প্রশাসকের অফিসে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। জেলা পর্যায়ে এই ধরনের দ্বৈত ক্ষমতার বিন্যাস অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হতে পারে।

৩.৪ বিদেশে সরকারের সেবা দানের মাধ্যম: লেবার এ্যাটাশে

কর্মের দেশে অভিবাসীদের সেবা দানের একমাত্র কর্তৃপক্ষ হচ্ছে লেবার এ্যাটাশেরা। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, জর্ডান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ ১৬টি মিশনে ফার্ষ্ট সেক্রেটারী ও লেবার কাউন্সিলর পদে মোট ২১ জন লেবার এ্যাটাশে নিযুক্ত রয়েছেন। সাউথ আফ্রিকা, ইরান, ইটালী, স্পেন, গ্রীস, লেবানন, মালদ্বীপ ও ব্রনাইয়ে এক জন করে ওয়েলফেয়ার অফিসার রয়েছেন। সিভিল সমাজের তীব্র দাবির মুখে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আরো ৯টি লেবার উইং খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই লেবার এ্যাটাশে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে রামরু সহ বিভিন্ন সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন তুলেছে। লেবার এ্যাটাশেবৃন্দ সরকারের আভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে যারা রয়েছেন তাদের ৩ জন সামরিক বাহিনীর এবং বাকিরা সরকারের অডিট ও এ্যাকাউন্টস এবং প্রশাসন ক্যাডার হতে চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন। ইউএই, ওমান ও ইরাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে সামরিক বাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তাগন দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও অভিবাসনের দেশে বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে কাজ করার কোন তাত্বিক বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তাদের নেই। ফলে কর্মে যোগ দিয়ে তারা শিখেন হচ্ছে কিভাবে তারা কর্ম সম্পাদন করবেন। আবার বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর তারা চলে যান স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে। যে অভিজ্ঞতা তাদের সঞ্চিত হলো তা অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় পরবর্তীতে আর কাজে লাগে না। এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য এই মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব ক্যাডার সৃষ্টি আশু প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ের ডিইএমও অফিস হতে শুরু করে ডিভিশনাল অফিস, বিএমইটি, মন্ত্রনালয় এবং লেবার এ্যাটাশে হিসেবে নিয়োগ সবই এই ক্যাডার সিষ্টেমের এর অংশ হিসেবে নিয়ে আসার জন্য আমরা দাবি করেছি। রামরু'র এই প্রস্তাব এ বছরে জাতীয় সংসদের এই সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সমর্থন লাভ করেছে।

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিএমইটি'র টিটিসি সমূহ

অভিবাসন হতে প্রতারণা কমানো এবং একইসাথে অভিবাসীর আয় বাড়ানোর সবচাইতে সহজ উপায় হল অদক্ষ শ্রমবাজারে অংশগ্রহনের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের জন্য বাজার সৃষ্টি করা। বিএমইটি'র বর্তমানে ৩৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ট্রেনিং সমাপ্ত হবার পর বৈদেশিক চাকুরি লাভের জন্য সংযোগ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষিত কর্মীদের ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্টের জন্য অনলাইন ডাটাবেজ আশু প্রয়োজন। ট্রেনিং সেন্টারগুলোর গুনগত মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এগুলোকে রেভিনিউ বাজেটের অধীনে আনার পরিবর্তে সরকার উন্নয়ন বাজেটের অধীনে

আরও ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত এলাকাসহ উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র নির্মান প্রয়োজন। তবে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে বিদ্যমান টিটিসিগুলোর গুনগত মান বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়া বেশি জরুরি।

সবচাইতে বেশি অভিবাসী কর্মী সিভিল কন্সট্রাকশনের কাজে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর রামরু পরিচালিত গবেষণা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, গৃহ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত সরকারী ৩মাস মেয়াদী কোর্সগুলোকে ১মাস মেয়াদী করা সম্ভব। সপ্তাহে ৫ দিন অর্ধদিবসের পরিবর্তে এই কোর্সগুলোকে সপ্তাহে ৬ দিন পূর্ণদিবস করে পরিচালিত করলে তা ১ মাসেই শেষ করা সম্ভব।

প্রফেশনাল এবং উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য হসপিটালিটি, নার্সিং এবং কেয়ার গিভিং-এই তিনটি খাতে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। হসপিটালিটি এবং ক্যাটারিং শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। নার্সিং ও কেয়ার গিভিং-এর জন্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস.সি. পর্যায়ে নার্সিং কোর্স চালু করতে সমস্ত বিধি-নিষেধ পরিহার করে বিভিন্ন ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩.৬ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সিভিল সমাজের ভূমিকা

অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগের সূচনা ঘটেছে সিভিল সমাজের সংগঠিত দাবির মুখে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ বিষয়ে কাজ করছে সিভিল সমাজ। গবেষণা, ট্রেনিং, তথ্য প্রচারণা প্রতিটি ক্ষেএেই সিভিল সমাজ কাজ শুরু করেছে পূর্বে, সরকার পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে তা বাস্তবায়ন করেছে। জেলা পর্যায়ে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং, নারী কর্মীর জন্য ২১ দিনব্যাপী দক্ষতা সচেতনতা ট্রেনিং, স্কিল ডেভলপমেন্ট ট্রেনিং ইত্যাদি প্রদান করে রামরু, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ওয়্যারবী, ব্র্যাক, বমসা এবং ওকাপ সম্মিলিতভাবে প্রায় ১০,০০০ অভিবাসীকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত করেছে। এ বছরের একটি বড় অর্জন হচ্ছে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইনের খসরা তৈরি। দীর্ঘ দেড় বছর নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ল' কমিশনের আমন্ত্রণে, রামরু'র নেতৃত্বে ড. শাহদীন মালিক, ড.সুমাইয়া খায়ের, ড. আসিক নজরুল, ড. তাসনিম সিদ্দিকী, ড. শাহ্ আলম, জনাব আবুল কালাম এবং জনাব সেলিম রেজার সমন্বয়ে সৃষ্ট কমিটি আইনের একটি সম্পূর্ন নতুন খসরা তৈরি করে সরকারকে প্রদান করেছে। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে রামরু অভিবাসী ও তার পরিবারকে সম্মানিত করেছে সোনার মানুষ পুরস্কারে। উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংক, ডিইএমও এবং অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি-কে প্রদান করেছে সোনার মানুষ সেবা সম্মাননায়।

৪. বহুপাক্ষিক ফোরাম সমূহ
৪.১. জাতিসংঘের জিএফএমডিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহন

এ বছরের ১-২ ডিসেম্বর জিএফএমডি-র ৫ম সভা জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৬২টি অভিবাসী প্রেরণকারী ও গ্রহনকারী দেশের সাথে বাংলাদেশও এতে অংশগ্রহন করে। প্রাক জিএফএমডি পর্যায়ে জিএফএমডি প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্তির জন্য বাংলাদেশে দুটি আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে অপরটি রামরু, ওয়্যারবীসহ মাইগ্রেন্ট ফোরাম ইন এশিয়া (এমএফএ)-র বাংলাদেশে সহযোগী সংগঠনগুলোর সহায়তায়। এছাড়া রামরু আয়োজিত সোনার মানুষ সম্মাননা ও রেমিটেন্স উৎসব ২০১১, অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সাথে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সেবাপ্রদান সংস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে একটি সৃজনশীল পদ্ধতি হিসেবে জিএফএমডি ২০১১ এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ জিএফএমডি ২০১১-র ৩২ সদস্যের স্টিয়্যারিং কমিটির সদস্য পদ লাভ করেছিল। অত্যন্ত দু:খজনক যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে জিএফএমডি এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় কমিটি প্রধান বাংলাদেশকে 'ডিফল্টার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৪.২. আইএলও ডমেস্টিক ওয়ার্কারস্ কনভেনশন ২০১১

অভিবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে এ বছরের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অর্জন হল আইএলও কর্তৃক 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর ডমেস্টিক ওয়ার্কার্রস' (Decent Work for Domestic Workers) কনভেনশনটি। গত ১৬ জুন ২০১১ তারিখে কনভেনশনটি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এর পক্ষে ভোট দিয়েছে। বর্তমান সরকার নারীর অভিবাসন অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে

বাজার সৃষ্টিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। নারী অভিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে অনতিবিলম্বে সরকারের এই কনভেনশন অনুসমর্থন করা দরকার।

৫. ২০১২-২০২১ কে "অভিবাসনের দশক" ঘোষনার আহ্বান

এ বছরের ২৬ শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রামরু আয়োজিত "সোনার মানুষ সম্মাননা" অনুষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ের এনজিও, অভিবাসীদের এ্যাসোসিয়েশন, সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকসহ ৩৮টি প্রতিষ্ঠান একত্রে অর্থ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে ২০১২-২০২১ সালকে "অভিবাসন দশক" হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। অভিবাসনকে উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিনত করতে, অভিবাসনের দেশে অভিবাসীদের অধিকার অর্জনে এবং বিশ্বায়ন উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় (অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা) সরকারের প্রয়োজন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা; প্রয়োজন সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রানালয়, বিএমইটি, ডিইএমও, টিটিসি ইত্যাদির প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ; প্রয়োজন অর্থায়ন। এসব পরিবর্তনগুলোর জন্য ১০ বছর খুবই যৌক্তিক সময়। তাই বছরের শেষে আবারো আমাদের প্রধান দাবী ২০১২-২০২১ কে অভিবাসনের দশক ঘোষণা করা হোক।

৬. উপসংহার

অভিবাসনচিত্র ২০১১ পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইনের খসড়া তৈরী, প্রবাসী ব্যাংকের অভিবাসন ঋণ কার্যক্রম শুরু, লিবিয়া হতে বাংলাদেশী কর্মীদের প্রত্যাবাসন, অভিবাসন বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন ১৯৯০ অনুসমর্থন এর মাঝে অন্যতম। একই সঙ্গে ২০১১-এর চ্যালেঞ্জগুলোও খুব তীব্র। সৌদি আরব, কুয়েত এবং কাতারসহ গুরুত্বপূর্ন বেশ কিছু বাজারে ঢুকতে না পারা, এক দেশকেন্দ্রিক অভিবাসী কর্মী প্রেরণ, জর্ডান হতে নারী কর্মী ফেরত পাঠানোর পাশাপশি রয়েছে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ।

লিবিয়া প্রত্যাগতদের পূনর্বাসন, তাদের ক্ষতিপূরণ, তাদের না পাওয়া বেতন উদ্ধার বা দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। হালনাগাদ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীদের দেশ এবং দক্ষতাভিত্তিক ডাটাবেজ। বাংলাদেশের উন্নয়নে ফেরত আসা অভিবাসীদের দক্ষতা ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করতে হবে প্রত্যাগত অভিবাসীদের ডাটাবেজ।

প্রশাসনিকক্ষেত্রে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আইনের খসড়াটিকে দ্রুত বিল আকারে সংসদে উপস্থ্াপন প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন আক্রান্ত এলাকাতে বিএমইটি, ডিইএমও, টিটিসির অফিস এবং প্রবাসী কল্যান ব্যাংকের শাখা খোলা প্রয়োজন। প্রতারনা বিষয়ে অভিযোগের পরিমান খুবই কম। এটি বাড়াতে হলে সালিশ প্রক্রিয়ায় অভিবাসীকে প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে এবং কর্মস্থলে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। আর্বিট্রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার জন্য বিএমইটিকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে সরকার এবং সিভিল সমাজের অংশগ্রহন জোরদার করে, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, ভিসা ট্রেডিং, কাফালা সিস্টেমের খারাপ দিকগুলো অন্যান্য প্রেরণকারী রাষ্ট্রের সাথে একজোট হয়ে গ্রহনকারী দেশগুলোর সামনে তুলে ধরতে হবে। শিরচ্ছেদের মত ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য যাবার পূর্বে অভিবাসীদের সচেতন করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে মৃত্যুদন্ডের বির—দ্ধে জনমত সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এই সমস্ত কাজ বিছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। চাই আন্তঃমন্ত্রনালয়, প্রাইভেট সেক্টর এবং সিভিল সমাজের মাঝে সমন্বয়। এ কারণে সরকারের কাছে আমাদের দাবী ২০১২-২০২১ কে "অভিবাসন দশক" ঘোষনা করা হোক।

তথ্যসূত্রঃ

বিএমইটি ও বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট

Farah, Makfie and Alam, Mahbub (upcoming), Good Governance in Labour Migration from Bangladesh: The Role of District Employment and Manpower Offices, Ocassiona Paper 23, RMMRU, Dhaka,

Press Conference paper on Labour Migration 2010: Achievements and Constraints, Orgnised by: Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU)

RMMRU 2011: Evaluation of Online Complaint System, Mimio, Migrants' Rights to Information and Services (MRIS) programme of RMMRU

RMMRU Skill Development Campaign Programme 2010-11

Siddiqui et al (2010) Targeting Good Governance: Incorporation of Migration in the 6th Five Year Plan, RMMRU